গোধূলিবেলায়

ইকনমিক প্রোডাকসন্স নিবেদিত

ইকনমিক প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

গোধূলিবেলায়

কাহিনী : **ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত** ● চিত্রনাট্য : **মণি বর্মা**

পরিচালনা : **চিত্ত বসু**

সংগীত : **মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়**

গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত। আলোকচিত্র : বিভূতি চক্রবর্ত্তী। শব্দ-যন্ত্রী : শিশির চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : রমেশ যোশী। শিল্প-নির্দ্দেশক : সুধীর খাঁন। ব্যবস্থাপনা : নির্মল তালুকদার। রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী, মনতোষ রায়। প্রধান সহকারী পরিচালক : প্রদীপ দাশগুপ্ত। আবহ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ। প্রচার পরিচালনা : বাগীশ্বর ঝা। অর্কেষ্ট্রা : সুর ও শ্রী।

সহকারীগণ

আলোক-চিত্রে : অনিল ঘোষ। শব্দ-যন্ত্রে : জগৎজিৎ দাস। শিল্প-নির্দ্দেশে : সোমনাথ চক্রবর্ত্তী। সংগীত পরিচালনায় : শৈলেশ রায়। সম্পাদনায় : কালীপ্রসাদ রায়। রূপসজ্জায় : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। ব্যবস্থাপনায় : দুলাল সাহা। আলোক সম্পাতে : হেমন্ত দাস, দেবেন দাস, শান্তি সরকার, মনোরঞ্জন দত্ত, সুখরঞ্জন দত্ত, অনিল সরকার, বিনয় ঘোষ ও মঙ্গরু।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দি আরমারী (মোহর লাল দাঁ), সেনস্ অটোমোবাইলস্ প্রাঃ লিমিটেড

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

চরিত্র রূপায়ণে

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

মাধবী মুখোপাধ্যায় ॥ সুমিতা সান্যাল ॥ বিকাশ রায় ॥ সন্ধ্যারাণী ॥ বিপিন গুপ্ত তরুণকুমার ॥ হারাধন ॥ শীতল ॥ দিলীপ রায় ॥ মাষ্টার দেবাশীষ ॥ নির্মল ॥ সুধীর ধীরেন ॥ নলিন ॥ তমাল ॥ সমর ॥ বিমান ॥ চণ্ডী ॥ অরুণ ॥ পঙ্কজ

পরিবেশক : ইকনমিক পিকচার্স

কাহিনী

কাকা-কাকিমার অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত চিত্রা কৃষ্ণনগর ছেড়ে বহরমপুর হাজির হ'ল তা'র গঙ্গাজল মাসীর বাড়ী একটু আশ্রয়ের আশায়। সবিতা ভেবেছিলেন একবারে বধূরূপেই ঘরে তুলবেন চিত্রাকে। হরকাকাকে ডেকে বললেন আসানসোল থেকে ছেলে স্বপনকে 'তা'র' করে অবিলম্বে আনানোর জন্য। বিয়ের আর দেরী করে কি লাভ ?

এদিকে অদৃষ্ট দেবতা বোধ করি বাঁকা হাসি হাসলেন। নইলে সেই রাতেই আসানসোলের হোটেল ছেড়ে স্বপন বোসকে গা ঢাকা দিতে হবে কেন ? ব্যাঙ্কে কাজ করতো সে। সহকর্ম্মী বিনয় অধিকারীর সঙ্গে এক ঘরে থাকতো। সেই বিনয় অধিকারীই অকস্মাৎ পিস্তলের গুলিতে নিহত হলেন। নীচের তলায় তখন স্বপন বন্ধুদের জন্য মজলিসে ব্যস্ত। গুলির শব্দ শুনে ছুটে ঘরে এল সে। আততায়ীকে ধ'রেও ফেলল। কিন্তু না ধ'রতে পারলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে জেনে এসেছে সে পিতৃহীন। মায়ের অঙ্গে দেখে এসেছে বিধবার বেশ। এত দিন পর সেই বাবাকে সে দেখল হত্যাকারী বেশে। রাধামোহনও আবেদন

করলেন তা'কে বাঁচাবার জন্য। সময় সঙ্কীর্ণ। লোকজন ছুটে আসছে। বাপকে বাঁচতে স্বপন নিজের উপরই খুনের সন্দেহটা টেনে নিল। তারপর নিত্য নতুনরূপে পুলিশের সঙ্গে সুরু হ'ল তার লুকোচুরি খেলা।

কলকাতাগামী ট্রেনে, বসেই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলো "গৃহশিক্ষক চাই" এবং সেই সূত্রেই সে পরদিন বিচিত্র রূপসজ্জায় হাজির হ'ল বিচারক সুরেন্দ্রনাথের বাড়ী। সেখানে তখন চায়ের মজলিস চলেছে। সে মজলিসে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বিজন মজুমদার আলোচনা করছিল পলাতক খুনী আসামী স্বপন বোস সম্বন্ধেই। স্বপনের দেহে নাকি এমন একটা খুঁত আছে যা'তে এককালের সহপাঠীকে চিনতে তা'র পক্ষে মোটেই কষ্ট হবে না। কর্ম্মপ্রার্থী স্বপনকে ডেকে পাঠান হ'ল। তা'কে দেখে কিন্তু বিজনের মুখে ভাবান্তর ঘটলো না। নাম বলল অমিতাভ রায়। দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। সার্টিফিকেটও দেখালো তবু চাকরীটা হয়তো সে পেত না। কারণ সুচিরার আপত্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাই রুনুই বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে তার পথ সুগম করে দিল। স্বপন স্থান পেল জজ সাহেবের বাড়ীতে। চোখের সামনে থাকাই নাকি আত্মগোপনের সব থেকে সহজ উপায়।

সেদিন দুপুরে নতুন রূপসজ্জায় স্বপন গেল বন্ধু শান্তি রায়ের বাড়ী। তা'র মৃত দাদার সার্টিফিকেট খানা ফেরৎ দিল। সেই সঙ্গে কিছু টাকা তার মাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। বিদায় নিয়ে পথে নেমে বেশ নির্ব্বিকার চিত্তেই পথ চলছিল স্বপন। কিন্তু কে জানতে ঠিক সেই সময়েই সুচিরা গাড়ি হাঁকিয়ে সেই পথেই কলেজ থেকে বাড়ী ফিরবে। আত্মগোপনের জন্য ছুটে সে ঢুকল "চঞ্চল কাফে"তে। অর্ডার দিল এককাপ কফির। পেয়ালা হাতে কেবিনে যে বেয়ারা ঢুকলো তিনি তা'রই বাবা রাধামোহন। বেয়ারার বেশে বাবাকে দেখে স্বপন চোখের জল ধ'রে রাখতে পারে না। এই নরককুণ্ড থেকে বাবাকে উদ্ধার করার জন্য আবার সেই রাতেই শরণাপন্ন হ'ল বন্ধু শান্তি রায়ের। 'চঞ্চল কাফে'তে টেনে নিয়ে এল তা'কে। কিন্তু ততক্ষণ কোথায় রাধামোহন?

রাস্তায় স্বপনকে দেখেছিল সুচিরা। তার নতুন রূপসজ্জা থাকায় সন্দেহ ছিল ঠিক দেখেছে কিনা। রাত্রে যখন স্বপন রুনুকে পড়াতে বসেছে তখন সে কৈফিৎ তলব করলো। স্বপন এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু সুচিরা তা'কে আঘাত করতে উদ্যত হয়ে ওঠে। আর সে আঘাত যতই কঠিন হয়, ততই সে স্বপনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে।

ওদিকে ছেলের ওপর অভিমানেই সবিতা বহরমপুর থেকে শান্তিকে ডেকে পাঠান। চিত্রাকে তুলে দিতে চান তা'র হাতে। কিন্তু বন্ধুর ভাবী পত্নীকে বিয়ে করতে কোনমতেই রাজী হয় না। তাছাড়া চিত্রা যে আশৈশব স্বপনকেই স্বামী বলে জেনে এসেছে। দ্বিচারিণী হবে সে কি করে? হতাশায় দেহে মনে ভেঙ্গে পড়েন সবিতা।

এদিকে পুলিশ পাতা জাল তখন ক্রমশঃই গুটিয়ে আনছে। আর গুটিয়ে আনছেন অন্ধদেবতা প্রেমের ফাঁদ। সে ফাঁদে ধরা পড়েছে সুচিরা ও স্বপন। এমন মুহূর্ত্তে চিত্রার চিঠি পেল স্বপন। কেমন এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়—অবির্ভাব হয় এক উদ্ভট সমস্যার। সে পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ—সে সমস্যার সমাধানে একজনকে করতে হয় আত্মোৎসর্গ—আর একজনকে করতে হয় স্বেচ্ছায় কারাবরণ। এই সব চিত্তস্পর্শী ঘটনার অপরূপ আলেখ্য রূপালী পর্দ্দায় দেখুন।

(১)

বাবুল মোরা নৈহার ছুটেহি যায়
চার কহাঁর মিলি ভোলিয়াঁ সাজায়েঁ
আপ্‌না বেগানা ছুটো যায়॥

* * * *

বাবু দারোগাজী
কৌন গুন হৈয়ে সৈয়াঁ মোরা
সৈয়াঁ বাঁধল যায়রে—
পাঁচ রূপাইয়া দারোগা লিন হো
দশ লিন হো কোতোয়ালরে॥

* * * * *

এই না জলে আরসীতে
কার মুখ যে দেখা যায়
মোর নামে সে দীপ জ্বালে গো
আজও আঙিনায়॥

* * * * * *

পথ গিয়েছে অনেক দূর নেই বুঝি ঠিকানা তার
আজ এখানে কাল সেখানে নেই দুনিয়ায় ঘর আমার
চরকীবাজীর মত ভাগ্যের, ঘুর ঘুর চাকা ঘুরছে
শূন্যের ঘরে গেছে আটকে কাঁটা
তাই আমার কপালটাই পুড়ছে
আজ বাদে কাল কি হবে হাল
সেই খবর নেই জানা তার
চলতি গাড়ীর হবে চল্‌তে চট্‌পট্‌ পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে
বাঁধবি যে ঘর তুই সাধ্যি কি ভাই
দে স্বপ্নগুলো তোর লুটিয়ে
এই জীবনের পাশা খেলায় কে জেতে
কে মানে হার॥

(২)

গোধূলি বেলায়
কী জানি কখন হারালো যে মন
খেয়ালী খেলায়।
সুদূর মেঘের সোনালী আভাস
দেখেছে আমার আঁখির আকাশ
চলেছি কোথায় স্বপন ভেলায়॥

প্রথম ফুলের মাধুরী লীলায়
মরমে এ কোন সুরভি বিলায়
অজানা পথের আলোকে ছায়ায়
ডাকে যে আমায় অচেনা মায়ায়
রঙের সুধায় ফাগুন মেলায়॥

অনুশীলন প্রেস্, কলিকাতা ১৩ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
ইকনমিক পিকচার্স, ৩ বি, ম্যাডান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।